ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৫৫০

আগরতলা, ২০ অক্টোবর, ২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রকৃত তথ্য

গত ১৯ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় 'উৎসবের মরশুমেও নেই রেগার মজুরি বকেয়া ৬৫ কোটি, সঙ্কটে রেগা কর্মচারীরা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রকৃত তথ্য জানিয়ে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে বলা হয়েছে সংবাদটি বিভ্রান্তিকর এবং অসত্য তথ্য সংবাদটিতে পরিবেশিত হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে এমজিএন রেগা একটি চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প, যেখানে কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ প্রদান করার বিধান রয়েছে। চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিটি অ্যাক্টিভ জব কার্ডকে ১০০ দিন পর্যন্ত শ্রমদিবস প্রদান করা যায়। জনজাতি পাট্টা প্রাপকদের ক্ষেত্রে চাহিদার ভিত্তিতে ১৫০ দিন পর্যন্ত শ্রমদিবস প্রদান করা যায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রাজ্যের জন্য এই প্রকল্পে ৩ কোটি শ্রমদিবস প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ১৯ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত রাজ্যে এই প্রকল্পে ২.০৮ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। এই তথ্যের দ্বারা এটা সহজেই বোঝা যায় যে প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত বাজেটের ভিত্তিতেই রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে রেগা প্রকল্পে কাজের কোন স্বল্পতা নেই। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও প্রাথমিক বাজেট ফুরিয়ে গেলে রাজ্য সরকার বাজেট রিভিশন করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবে। কেন্দ্রীয় সরকারও সাধারণত রাজ্যের প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাজেট রিভিশন করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে।

গত ৬ বছরে রাজ্যে ভালোভাবেই এমজিএন রেগার কাজ হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যে এই প্রকল্পে গড়ে ৬৩ দিন কাজ হয়েছে, যেখানে জাতীয় গড় শ্রমদিবস ছিল মাত্র ৫২ দিন। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যের মধ্যে ধলাই জেলায় সর্বোচ্চ ৮৫ দিন কাজ করেছে শ্রমিকরা। গড় শ্রমদিবসের নিরিখে গত অর্থবছরে রাজ্য সারা দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিল। সম্প্রতি রাজ্যের বিধ্বংসী বন্যা পরিস্থিতির পরেও রেগা প্রকল্পে কাজের আরও গতি আনার লক্ষ্যে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর প্রকাশ করেছে। সাথে সাথে দপ্তর এটিও নিশ্চিত করছে যে কাজ করার পরে যেন কোন শ্রমিককে তার মজুরির জন্য ন্যূনতম সময়ের বেশি অপেক্ষা করতে না হয়। দুর্গোৎসবের দিনগুলোতেও এই প্রকল্পে মজুরির ঘাটতি ছিল না। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে এই প্রকল্পে অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বাদ ১৬৫.৩৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

২য় পাতায়

ইতিমধ্যেই ১৬ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া মজুরি প্রদান করা হয়েছে। তাই বকেয়া মজুরি সম্বন্ধীয় কোন প্রকার অভিযোগ এবছর দপ্তর পায়নি। রাজ্যে রেগা কর্মচারিদের পূজার অনুদান এবং বেতন ভাতাও সময়মত প্রদান করা হয়েছে। তথাপি এবছর রাজ্যের রেগা কর্মচারিদের বেতন ভাতা ৫% বৃদ্ধিও করা হয়েছে। ন্যায়পালদেরও বেতন ভাতা সময়মত প্রদান করা হয় এবং এই সংক্রান্ত কোন প্রকার অভিযোগ বর্তমানে নাই। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর বিগত আর্থিক বৎসরের বিচ্যুতিকৃত অর্থেরও ৫০ শতাংশের বেশি উদ্ধার করেছে এবং রেগা প্রকল্প স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স ফর এগ্রিকালচার লেবার এর উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য এমজিএন রেগায় অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি ২২৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৪২ টাকা করেছে। বলা বাহুল্য এমজিএন রেগা প্রকল্প তথা গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিটি প্রকল্প সম্বন্ধে প্রত্যেক জেলাশাসক ও বিডিওদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে উচ্চ পর্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়। পরিশেষে উপরিউক্ত পরিসংখ্যান তথা দপ্তর দ্বারা প্রদেয় যুক্তিসংগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটা সহজেই অনুমেয় যে রাজ্যে এমজিএন রেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার ঘাটতি নেই। ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির মাধ্যমে এই বছরেও এই প্রকল্পে আশানুরূপ ফলাফল হবে বলেই মনে করেছে রাজ্য সরকার।

****